ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জানুয়ারি/২০২১ মাসের আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	:	১৯ পৌষ, ১৪২৭ ০৪ জানুয়ারি, ২০২১
সময়	:	বিকাল ০৪:০০ টা
স্থান	:	ভার্চুয়াল জুম প্লাটফর্ম

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি বলেন, মাননীয় মেয়র এর নির্দেশনায় এবং তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত ডিএনসিসি'র সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের নিরলস প্রচেষ্টায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমের গতি উর্ধ্বমূখী হচ্ছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ঢাকা ওয়াসার খালসমূহ ইতোমধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে হস্তান্তর করা হয়েছে। এতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট, অবৈধ দখল উচ্ছেদ, বেহাত সম্পত্তি উদ্ধারে তৎপরতা বাড়াতে হবে। তিনি আরও জানান, ঝুলন্ত তার অপসারণে সিটি কর্পোরেশন কাজ করে যাচ্ছে। অতপর তিনি সভাপতিকে তাঁর দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানান।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে ইংরেজি নববর্ষ ২০২১ শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। টিম ওয়ার্কের জন্য কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন প্রত্যেক মাসের সমন্বয় সভা আমাদের টিম ওয়ার্কেরই ফল।

অত:পর নিম্নরূপ আলোচ্যসূচি ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

আলোচ্যসূচি-১	:	**গত ০১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।**
আলোচনা	:	বিগত ০১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা আলোচ্যসূচি ৫ ও ৬ এর আলোচনার "সময়মতো সহযোগিতা না পাওয়ায় উন্নয়ন কার্যক্রম দ্রুততার সাথে শেষ করা সম্ভব হচ্ছে না" অংশটুকু বাদ দিয়ে বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের জন্য অনুরোধ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	ডিসেম্বর/২০২০ আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর আলোচ্যসূচি ৫ ও ৬ এর আলোচনার "সময়মতো সহযোগিতা না পাওয়ায় উন্নয়ন কার্যক্রম দ্রুততার সাথে শেষ করা সম্ভব হচ্ছে না" অংশটুকু বাদ দিয়ে বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-২	:	**বিগত ০১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত ডিসেম্বর/২০২০ মাসের আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি।**
আলোচনা	:	গত ০১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত ডিসেম্বর/২০২০ আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর) খন্দকার মাহবুব আলম বলেন, আইডিআইপি প্রকল্পের মিরপুর সেকশন-১০, ব্লক-সি সংযোগ সড়কের পশ্চিম পাশে সড়ক উন্নয়নের কাজ দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ রয়েছে। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ নকশা চূড়ান্ত না করলে কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা যাবে না, যেহেতু প্রকল্পের নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। উক্ত জায়গায় উচ্ছেদ কার্যক্রম দেওয়া জরুরি। মাননীয় মেয়র আগামী ১৭ জানুয়ারি সকাল ১০ ঘটিকায় উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুরোধ জানান।
সিদ্ধান্ত	:	আগামী ১৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ সকাল ১০ ঘটিকায় মিরপুর সেকশন-১০, ব্লক-সি সংযোগ সড়কে

		উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-২/নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৩	:	**রাজস্ব বিভাগের জনবল স্বল্পতা সংক্রান্ত।**
আলোচনা	:	উপপ্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বিভাগে জনবল স্বল্পতা রয়েছে। অনুমোদিত জনবল ৩০৪ (তিনশত চার) জন হলেও সেক্ষেত্রে ১৩৮ (একশত আটত্রিশ) জন জনবল দ্বারা রাজস্ব বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জনবল সমস্যা নিরসন হলে রাজস্ব বিভাগীয় কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা বাড়বে ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে। অটোমেশন কার্যক্রম কার্যকর করাসহ অন্যান্য কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।
সিদ্ধান্ত	:	ডিএনসিসি'র নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হলে দ্রুত জনবল পদায়ন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৪	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বিভাগের ব্যবহৃত ফটোকপি মেশিনটি পরিবর্তন করে একটি নতুন ফটোকপি মেশিন প্রদান করা প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	উপপ্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বিভাগ সিটি কর্পোরেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। উক্ত শাখা হতে ডিএনসিসি'র ১০টি খাত এবং ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের রাজস্ব বিভাগের সকল পরিচালনা করা হয়। যেহেতু রাজস্ব বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা সেহেতু প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার দপ্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার দপ্তরে একটি পুরাতন ফটোকপি মেশিন দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রায়শই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ফটোকপি মেশিন নষ্ট থাকে। এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ফটোকপির প্রয়োজন হলে বাহিরের দোকান থেকে ফটোকপি করে আনতে হয়। এ বিষয়ে বেশ কয়েকবার আইসিটি সেল'কে জানানো হয়েছে। কিন্তু উক্ত মেশিনটি মেরামত করা হলে ১৫ (পনেরো) দিন ভালো থাকে না। পুনরায় আবার নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থায়, উক্ত ফটোকপি মেশিনটি পরিবর্তন করে একটি নতুন ফটোকপি মেশিন অতিদ্রুত ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সিস্টেম এনালিস্ট বলেন, নতুন ফটোকপি মেশিন সরবরাহের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যেমে দ্রুতই ফটোকপি মেশিন সরবরাহ করা হবে।
সিদ্ধান্ত	:	টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যেমে ফটোকপি মেশিন প্রাপ্তি সাপেক্ষে রাজস্ব বিভাগের জন্য ফটোকপি মেশিন সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সিস্টেম এনালিস্ট, ডিএনসিসি

আলোচ্যসূচি-৫	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বিভাগ বাজার শাখার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ সকল নথি সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	উপপ্রধান রাজস্ব কমকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বিভাগ বাজার শাখার কার্যক্রম বর্তমানে বাড়ী নং-০৪, রোড নং-৯০, গুলশান-২, ঢাকাস্থ কার্যালয়ে পরিচালিত হচ্ছে। বাজার শাখার কার্যক্রম পরিচালিত ভবনটি একটি টিনশেড বিল্ডিং। যা অনেক পুরাতন, ইহার অধিকাংশ কক্ষ স্যাতস্যাতে, ড্যামেজ ফ্লোর, বৃষ্টির পানি পড়ে, এর কারনে কর্মচারীদের কক্ষে রক্ষিত প্রয়োজনীয় রেজিস্টার, আলমিরা, টেবিল, চেয়ার সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নষ্ট হয়। ময়লা পোকামাকড়সহ উই পোকা খেয়ে ফেলছে গুরুত্বপূর্ণ সকল নথিপত্র। এছাড়াও ড্যামেজ ফ্লোর ও বৃষ্টির পানি পড়ে এমন কক্ষে কম্পিউটার, অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রায়শই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায়, ডিএনসিসি'র রাজস্ব বিভাগের বাজার শাখার কার্যক্রম পরিচালনা ও তাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ সকল নথি সংরক্ষণ করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
সিদ্ধান্ত	:	রাজস্ব বিভাগের চাহিদা মোতাবেক ভান্ডার ও ক্রয় বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান ভান্ডার ও ক্রয় কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৬	:	**গাবতলী সিটি পল্লীতে ডিএনসিসি'র ক্লিনারদের জন্য বহুতলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ২৭৫.৫৬ বর্গ মিটার জমি বিনিময় দ্রুত সম্পন্ন না হওয়ায় ৪তলা স্কুল ভবনের নির্মাণ কাজ বাধাগ্রস্ত হওয়া প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	আলোচনায় অংশগ্রহণ করে নির্বাহী প্রকৌশলী, অঞ্চল-৫ সভাকে জানান, গাবতলী ক্লিনার কলোনি প্রকল্পের জন্য ২৭৫.৫৬ বর্গমিটার জমি বিনিময় দ্রুত সম্পন্ন না করায় ৪ তলা স্কুল ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সম্পত্তি বিভাগের জরুরি পদক্ষেপের অনুরোধ জানান। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা বলেন, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সভা হয়েছে। খুব দ্রুতই হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।
সিদ্ধান্ত	:	২৭৫.৫৬ বর্গমিটার জমি বিনিময়য়ের বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সম্পত্তি বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৭	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নসহ নর্দমা ও ফুটপাত নির্মাণ প্রকল্পের কাজ নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ প্রসঙ্গে**
আলোচনা	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় নিয়মিত অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রম করা হচ্ছে। ভবিষ্যতেও এ অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রম চলমান থাকবে।
সিদ্ধান্ত	:	ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নসহ নর্দমা ও ফুটপাত নির্মাণ প্রকল্পের কাজ নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে।
বাস্তবায়ন	:	সম্পত্তি বিভাগ/নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৮	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়োজিত উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান/নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান/সরকারি সংস্থা/বাড়ির মালিক কর্তৃক সড়কে মাটি রাবিশ স্তুপকরণ করে রাখা প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার বিভিন্ন সড়ক/ড্রেন/ ফুটপাথ নির্মাণ ও মেরামত করার জন্য ডিএনসিসি কর্তৃক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দিয়ে থাকে। নিয়োজিত উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রাস্তার উপর মাটি/রাবিশ স্তুপ করে রাখে। দীর্ঘদিন সড়ক/ফুটপাথ থেকে উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাটি/রাবিশ অপসারণ করা হয় না। ফলে এগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাস্তার পরিবেশ নষ্ট করে এবং পরিচ্ছন্নতা কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।বিভিন্ন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান/ সরকারি সংস্থা ও বাড়ির মালিক কর্তৃকও রাস্তার উপর মাটি/রাবিশ স্তুপ করে রাখে। এতে পরিচ্ছন্নতা কাজ সহজে করা যায় না বিধায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সুনাম ক্ষুন্ন হয়। মেয়র এর একান্ত সচিব আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেন, ডিএনসিসি'র বিভিন্ন জায়গায় নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান/ সরকারি সংস্থা ও বাড়ির মালিক কর্তৃক রাস্তার উপর মাটি/রাবিশ ডিএনসিসি'র পূর্ব অনুমতি গ্রহণ ও খসড়া পরিবহন ফি দিয়েই ইতোমধ্যে অপসারণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী অপসারণ করা যায়।
সিদ্ধান্ত	:	প্রচলিত অপসারণ ফি প্রদান করে ও ডিএনসিসি'র পূর্ব অনুমোদন মোতাবেক নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান/ সরকারি সংস্থা ও বাড়ির মালিক কর্তৃক রাস্তার উপর মাটি/রাবিশ অপসারণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়ন	:	প্রকৌশল বিভাগ/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৯	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ওয়াসার ড্রেনেজ লাইনে ডিএনসিসি কর্তৃক পিট কভার লাগানো সংক্রান্ত।**
আলোচনা	:	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা বলেন, বর্তমানে ডিএনসিসি'র বিভিন্ন এলাকায় ডিএনসিসি ও ঢাকা ওয়াসার ড্রেনেজ লাইন রয়েছে। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে, রাস্তার সংস্কার কাজ করার সময় ঢাকা ওয়াসার ড্রেনেজ লাইনের পিট কভারের পরিবর্তে ডিএনসিসির পিট কভার লাগানো হয়েছে। যেমনঃ (১) বসুন্ধরা মার্কেটের উত্তর পার্শ্বের রাস্তা (পশ্চিম তেজতুরী বাজার) ওয়ার্ড-২৬, (২) পশ্চিম রাজা বাজার ডালিবাড়ী রাস্তা, ওয়ার্ড-২৭, (৩) স্কয়ার হাসপাতালের উত্তর পার্শ্বে, পশ্চিম রাজাবাজার, ওয়ার্ড নং-২৭। ফলে উল্লেখিত এলাকায় ওয়াসার স্যুয়ারেজ লাইনের ওভারফ্লো হলে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক কোন ব্যবস্থা না

৮/

		নিয়ে ডিএনসিসির লাইন বলে জানিয়ে চলে যায়। তাছাড়া ঢাকা ওয়াসার ড্রেনেজ লাইনের গভীরতা অনেক বেশী (১৪-১৫ ফুট) হওয়ায় ডিএনসিসির পরিচ্ছন্নতা কর্মী বা মেশিন দিয়ে পরিস্কার করা খুবই ঝুকিপূর্ণ হয়ে থাকে।
সিদ্ধান্ত	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ওয়াসার কোন ড্রেনেজ লাইনের পিটে ভবিষ্যতে কভার না লাগানো এবং যে সমস্ত কভার লাগানো হয়েছে তা চিহ্নিত করে ওয়াসার ড্রেনেজ চিহ্নিত পিট কভার লাগানোর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রকৌশল বিভাগ/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-১২	:	বিবিধ
আলোচনা	:	বিবিধ আলোচনা পর্বে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত	:	➢ নিয়মিত ইনথি ব্যবহার করা এবং অনিষ্পন্ন ডাক ও নথিসমূহ দ্রুত নিষ্পন্ন করা। ➢ নিয়মিত GRS চেক করতে হবে।
বাস্তবায়ন	:	বিভাগীয় প্রধান (সকল)/ আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আতিকুল ইসলাম
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

নং-৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.২৬৫.২০২০- ১৭১

তারিখঃ ৩০ চৈত্র ১৪২৭ / ১৩ এপ্রিল ২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ (পদমর্যাদার ক্রমানুসারে নয়)

১. বিভাগীয় প্রধান (সকল) ...., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল ...., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩. মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৪. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫. প্রকল্প পরিচালক (সকল)..., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৭. সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২, সাধারণ প্রশাসন শাখা ও প্রশিক্ষণ কোষ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৮. অফিস কপি।

১৩/৪/২১
রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
সচিব
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।